গণতন্ত্রের প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

শান্তির প্রতীক

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪২ (সাপ্তাহিক) • ২৯ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ১৫ মাঘ ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 42 (Weekly) • 29 JANUARY, 2021 – 4 FEBRUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.

প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে গর্জে উঠলেন মমতা

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষক আন্দোলন।

কালা কানুন বাতিল করো, নইলে গদি ছাড়ো

বিধানসভায় কৃষিবিল রদ করার প্রস্তাবের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা কেন্দ্রের কাছে আবেদন করছি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের আইন ও তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিন।

দুঃখের বিষয় হল, সাধারণ মানুষ যখনই কোনও আন্দোলন করবে, তখনই বিজেপি পার্টি তাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে সেই আন্দোলনকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। গোটা দেশ বলছে কৃষকরা মাটির সন্তান। তাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কেন্দ্রের সরকার দেশের কোথাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। বিজেপির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

কৃষি আইনের আমরা বিরোধিতা করছি। এটা সম্পূর্ণভাবে কৃষক-বিরোধী। যে কৃষকরা শীতে বসে আন্দোলন করছে আমরা সম্পূর্ণ তাদের সঙ্গে আছি। কেন্দ্রের সরকার এই পরিস্থিতি ঠিকমতো সামলাতে পারেনি।

কৃষকদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এই অত্যাচারের জন্য বিজেপি সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

অত্যাবশ্যকীয় পন্য মজুত করে দাম বাড়াবে। কে আদানি, আম্বানি? সব সবজি কিনে নিতে চাইছে নিজেদের দামে। এভাবে চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ চাল-ডাল খেতে পারবে না।

আপনারা কৃষককে সামলাতে পারেন না। দিল্লি সামলাবেন কী করে? কৃষকদের আগে সময় দিন।

> "সাধারণ মানুষ যখনই কোনও আন্দোলন করবে, তখনই বিজেপি পার্টি তাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে সেই আন্দোলনকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। গোটা দেশ বলছে কৃষকরা মাটির সন্তান। তাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

দিল্লি সামলাতে পারেন না, বাংলা সামলাবেন কী করে? আগে সামলা দিল্লির হামলা, তার পর সামলাবি বাংলা। কৃষকদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দিতে চাইছে।

আমাদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু চাষিদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ পাশে আছে। ব্রিটিশ আমলের নীলকর সাহেবদের মতো নীলচাষের প্রথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসছে। বলছে আর্থিক ক্ষতির দায় কোম্পানিগুলো নিতে বাধ্য থাকবে না। আমরা তো কৃষকদের শস্যবিমা করে দিচ্ছি। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে খরচের দেড়গুণ দাম কৃষকের জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি ধান উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধান কেনা হয় না। ২০১৯-২০ তে দেশের ৪৩ শতাংশ ধান সহায়ক মূল্যে কিনেছে সরকার। উত্তরপ্রদেশে ৭১ লক্ষ টন, তেলেঙ্গানায় ১১১ লক্ষ টন, অন্ধ্রতে ৮২ লক্ষ টন। বাংলার চাষিদের থেকে ধান কেনার জন্য বলেছি। এই দেশের শতকরা ৫২ ভাগ পরিবার কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ১৪.৬৫ কোটি।

যে দেশের সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কৃষক আত্মহত্যার রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ করে দেয়, সেই দেশের এই পরিবার কি কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারবে? যদি কর্পোরেট সংস্থার ঋণ মকুব করা যায়, তবে কৃষি ঋণও মকুব করতে হবে। কৃষি আইন দিয়ে পিষে মারতে চাইছে কৃষকদের। দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কুণ্ঠাহীন আন্দোলনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেবেন। তা আমরা মেনে নিতে পারব না। কৃষকরা না থাকলে আলু আর ভাতও জুটবে না। আমাদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু কৃষকদের যেভাবে নিষ্পেষণ করা হচ্ছে তা মেনে নেব না।

কৃষকরা লালকেল্লা দখল করতে গিয়েছিল এটা আমি বিশ্বাস করি না। তারা কত দিন ঠাণ্ডায় বসে আছে। আইন হাতে তুলে নেয়নি। মিছিলের জন্য পুলিশের অনুমতি নিয়েছিল। পুলিশ সামলাতে পারেনি বলেই, ইন্টেলিজেন্স ফেল করেছে বলেই এই অবস্থা। বাংলায় কিছু একটু হলেই কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া হুক্ক হুয়া করবেন।

কৃষকরা হিংসাত্মক আন্দোলন করেনইনি। এত লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি সেখানে যায়, এত বড় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তাদের একজন-দুজনের মধ্যে আবেগ কাজ করে। একটা দুটো ছোটখাট ঘটনা ঘটতেই পারে। তা বলে কৃষকদের দেশদ্রোহী বলা খালিস্তানি বলা, আমরা তার নিন্দা করছি। প্রধানমন্ত্রী আপনি এই তিন আইন প্রত্যাহার করে নিন। কোভিডের সময় কেউ সংসদে যেতে পারেনি। তখন অর্ডিন্যান্স জারি করে জোর করে আইন পাস করিয়েছেন। কোনও আলোচনা পর্যন্ত করতে চাননি। কৃষকরা শ্রমজীবী মানুষ। তাদের কথা ভেবে সর্বদল ডেকে আইন প্রত্যাহার করুন।

এতদিন কোভিডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভার্চুয়াল মিটিং ডেকে ভাষণ দিয়েছেন। অনেক মুখ দেখিয়েছেন। না হয় আরেকবার মুখ দেখান। কিন্তু এই তিন আইন প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষকদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিলে দেশের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। কৃষকদের আন্দোলনে কোনও নেতা নেই। এটা সকলের আন্দোলন। আমি বলে দিচ্ছি, হয় এই আইন প্রত্যাহার কর, নয় সরকার গদি ছাড়। রাজ্য সরকারের আনা এই কৃষক-বিরোধী আইনের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। হোয়াটসঅ্যাপে ফলস মেসেজ দিয়ে আজ কৃষকদের কোণঠাসা করার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলা গর্জন করেছে। রুখে দাঁড়িয়েছে।

আরেকটা কথা মনে রাখুন। ২৬ জানুয়ারি লাল কেল্লায় পতাকা তোলা হয় না। ওটা ১৫ আগস্ট হয়। এই নিয়েও রাজনীতি চলছে। যে পতাকা তুলেছে, তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ঘরোয়া মিটিংয়ের ছবি দেখা গিয়েছে। অমিত শাহের সঙ্গেও ঘরোয়া ছবি আছে। এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত দরকার।

কৃষকরা আবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবে তারা। আমরা সমবেদনা জানাই। না হলে আলুসেদ্ধও পাবে না। তিন বিল তৈরির আগে তো আদানিদের গোডাউন তৈরি হয়ে গেল। এখন গায়ের জোরে বলছেন 'হাম যো বলেগা ওহি হোগা'। আমি বলছি, 'নেহি হোগা, কিষান যো বোলেগা ওহি হোগা'।

জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, কৃষক আন্দোল জিন্দাবাদ, জয় জওয়ান, জয় কিষান। জয় বাংলা। এই আমাদের স্লোগান।

দুয়ারে সরকারের প্রশংসা, স্বাস্থ্যসাথী-খাদ্যসাথীর সুফলের প্রশংসা ইউনিসেফ, ইউএনডিপি-র প্রতিনিধিদের

মমতার প্রকল্পে খুশি বিশ্বব্যাঙ্ক, সেরা ১০০ দিনের কাজেও

"বিরোধীরা বাংলা নিয়ে অনেক কিছুই বলে। কিন্তু তারা জানে না রাজ্যের তৃণমূল স্তরে থাকা মানুষেরা কী বলেন। যে সরকার ভাল কাজ করে সে অনেকসময় চিরস্থায়ী হয়ে যায়। পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুভব চক্রবর্তী

তিনি যে মানুষের পাশে থাকেন, তার প্রমাণ আগেও মিলেছে। মানুষকে কীভাবে কাজ দেওয়া যায়, কীভাবে প্রত্যেকের মুখে হাসি ফোটানো যায়, সেই চিন্তাতেই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন তিনি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই ফের রেকর্ড গড়ল বাংলা। একশো দিনের কাজে এক কোটি দশ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ পেয়েছেন লকডাউনেও। কোভিড আইন মেনে এই সময়ে একশো দিনের কাজকে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর ফলেই একশো দিনের কাজে দেশের মধ্যে আবারও এক নম্বরে বাংলা। এই নিয়ে পরপর চারবার জাতীয় সেরার সম্মান পেল শস্য-শ্যামলা মা-মাটি-মানুষের পশ্চিমবঙ্গ। একইভাবে অতিমারির সময় রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষ সরকারি কোনও না কোনও প্রকল্পের পরিষেবা পেয়েছেন। তৃণমূল স্তরে সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা যেভাবে পৌঁছেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতেরা। প্রকল্পের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিরোধীরা বাংলা নিয়ে অনেক কিছুই বলে। কিন্তু তাঁরা জানেন না রাজ্যের তৃণমূল স্তরে থাকা মানুষেরা কি বলেন। যে সরকার ভাল কাজ করে সে অনেকসময় চিরস্থায়ী হয়ে যায়। পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট।"

নবান্ন সভাঘরে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে উপভোক্তাদের হাতে প্রকল্পের কাগজ তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক বছরে ৩৬ কোটি কর্ম দিবস সৃষ্টি হয়েছে এবং ১.১ কোটি শ্রমিক যোগ দিয়েছে। ৩,৮১,৬০৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক নতুন জব কার্ড পেয়েছেন। ৬,৪৬,২৯৯ জন পরিযায়ী কাজও পেয়েছেন। শ্রমদিবস তৈরিতে অতীতের বছরগুলি থেকে অনেক বেশি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে। আর্থিক বছর শেষের আগেই কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়েছে বাংলা। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় ৫ বছর আগে খাদ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতিমারির সময়ে প্রায় ১০ কোটি মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চত করেছে রাজ্য সরকার। সবাইকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

রাজ্যের এই রেকর্ড ভাঙা সাফল্য প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা দ্রুত মেলায় পরিবর্তন এসেছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নির্ভরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, দুয়ারে সরকার থেকে পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের মতো দৃষ্টান্তমূলক প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের সঙ্গে তাঁরাও আগ্রহী। নবান্ন সভাগৃহের অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডিরেক্টর (ভারত) জুনেইদ কামাল আহমেদ বলেন, "সরকারকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া আধুনিক সময় সত্যিই চ্যালেঞ্জের। এবং বাস্তবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সেই কাজটাই করে চলেছে। ভবিষ্যতেও আমরা সহযোগিতা করব। কোভিড ক্রাইসিসের সময় রাজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ কোনও কোনও পরিষেবার সুফল পেয়েছেন।" ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধি ইয়াসমিন আলি হকের বক্তব্য, "স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাশ্রী রাজ্যের শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। সরকারের সঙ্গে এই প্রকল্পে যুক্ত থাকতে পেরে ইউনিসেফ যথেষ্ট খুশি। এগুলি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গকে একটা পরিবর্তন এনে দিচ্ছে।" বস্তুত পাঁচশোরও বেশি রিভিউ মিটিং করা হয়েছে প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে। সরকার সব গ্রামে গিয়েছে। মানুষকে তাঁর দুয়ারে পরিষেবা দিতে চেয়েছে। সেই ভাবনার কথা মাথায় রেখেই দুয়ারে সরকার কিংবা পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্প।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অদম্য আন্দোলন

ষাট দিন পার হয়ে গিয়েছে, কেন্দ্রের তিন কালা আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের অন্নদাতারা। দিল্লির প্রবল ঠান্ডায় পরিবার নিয়ে তাঁরা রাস্তায়, খোলা আকাশের নিচে নিজেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন চালাচ্ছেন। কিন্তু কেন্দ্রের অহংকারী, একগুঁয়েমি বিজেপি সরকারের সেই নিয়ে কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। অনড় মনোভাব নিয়ে বসে আছে সরকার। সংসদে সংখ্যার জেরে, গায়ের জোরে কৃষি বিল পাস করিয়ে রাতারাতি তা কার্যকরও করে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের জন্য আইন, তাঁদের কথাই ভাবা হয়নি আইনের প্রস্তুতির সময়। বিরোধীদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়নি, বিরোধীদের মতামত নেওয়া হয়নি। এটা অবশ্য প্রথম নয়। দেশবাসী সেই শুরুর দিন থেকেই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের সরকারের এই অগণতান্ত্রিক মানসিকতা দেখা গিয়েছে। সে রাতারাতি নোটবন্দি হোক, কিংবা প্রস্তুতি ছাড়া পণ্য ও পরিষেবা কর চালু— কোনও ক্ষেত্রেই বিরোধীদের মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি। এমনকী, দেশজুড়ে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার অনড় থেকেছে নিজের সিদ্ধান্তে। দেশের মানুষের, দেশের অর্থনীতির ক্ষতি সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করে থেকেছে সরকার। এখনও আমরা সরকারের সেই ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি। কৃষকদের সমস্যা নিয়ে, কৃষকদের আইন প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। কৃষকদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কৃষকদের আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এভাবে কৃষকদের দমিয়ে রাখা যাবে না। বহু যুগ ধরে আন্দোলনে অর্জিত অধিকার কৃষকরা আন্দোলন করেই রক্ষা করবেন। শুরু থেকেই কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনের বিরোধিতা করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বের তৃণমূল কংগ্রেস সংসদেও বিলের বিরোধিতা করেছে। তিন 'কালা কনুন' প্রত্যহারের দাবি জানিয়েছেন জননেত্রী। আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সিংঘু সীমানায় গত মাসেই আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল। আন্দোলনে কৃষকদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে। কৃষকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন রাজ্যের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জননেত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "তৃণমূল অতীত ভোলে না। আমি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ভুলিনি। নবান্নের ধান ছুঁয়ে শপথ করলাম, কৃষকদের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। কৃষকদের আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি।" কেন্দ্রকে তাঁর হুঁশিয়ারি, "হয় কৃষি আইন প্রত্যাহার করো, নয়তো বিজেপি সরকার ভারত ছাড়ো। দাঙ্গা লাগাচ্ছ, মিথ্যে বলছ, দল ভাঙছ, জেনে রেখো, তোমাদের উৎখাতের সময় এসেছে। আগে নিজেদের বাঁচাও।" ডিসেম্বরে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ও কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের ব্লকে ব্লকে ধরনা কর্মসূচি করছেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসে তৃণমূল। কেন্দ্রের উদাসীন ও অসংবেদনশীল মনোভাব পরিস্থিতি জটিলও করে তুলছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অশান্ত করারও চেষ্টা হচ্ছে। দু'মাস ধরে গোটা দেশ-সহ দিল্লি সীমান্তে কৃষকদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ অবস্থান সত্ত্বেও কেন কেন্দ্র তাদের ক্ষোভ প্রশমনের কোনও চেষ্টা করল না? বস্তুত, কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের আস্থা অর্জনের কোনও চেষ্টাই করেনি কেন্দ্র। এমনকী গত দু'মাস ধরে এই কৃষক আন্দোলন নিয়ে বরং গা-ছাড়া মনোভাবই দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইন তৈরি ও প্রণয়নের সময় তাদেরও যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারত কেন্দ্র কিন্তু তা না করে কৃষকদের সম্মতি ও আস্থা ছাড়াই এই কালা আইন পাস করিয়ে নেয় সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হবে দেশের অন্নদাতাদেরই। তাঁদের পাশে ছিলেন, আছেন, থাকবেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেতাজি জয়ন্তীতে মমতার অপমানের জবাব দেবে মানুষ

তীর্থ রায়

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর। (ডানদিকে) নেতাজির জন্মমুহূর্তের স্মরণে শঙ্খ বাজিয়ে শ্রদ্ধা।

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বিজেপির উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে যে ঘটনা ঘটিয়েছে, তা দেশের ইতিহাসে বিরল। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানের যেভাবে গরিমা নষ্ট করা হয়েছে, তা শুধু জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করার জন্য নয়, অসম্মান করা হয়েছে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকেও। দুর্ভাগ্যের এটাই যে, এইরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে। তাঁর দলের কর্মীরা এইরকম ঘৃণ্য ঘটনা ঘটাল অথচ আগাগোড়া চুপ করে রইলেন প্রধানমন্ত্রী। এটার থেকে খুবই স্পষ্ট, যে গোটা ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। এই ঘটনা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অপমান শুধু নয়, সমগ্র রাজ্যবাসী এই ঘটনায় অপমানিতবোধ করেছে। মানুষ যে এই অপমানের উপযুক্ত জবাব দেবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

অতীতেও দেখা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা অশালীন ও অশোভন উপায়ে অসম্মান করার চেষ্টা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে স্লোগান দেওয়ার নামে অঙ্গভঙ্গি-সহ চিৎকার করাটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর মতো মর্যাদাপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠানকে বিজেপি কর্মীরা এইভাবে কলুষিত করবে তা ভাবা যায় না। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর এটাই ছিল জাতীয় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে কীভাবে শ্রোতার আসন বিজেপির উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের দখলে চলে গেল তার জবাব কারও কাছে নেই। এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক বিশেষ আমন্ত্রণপত্র তৈরি করেছিল। সেই আমন্ত্রণপত্র যাচাই করে এসপিজি প্রত্যেককে অনুষ্ঠানস্থলে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পথচলতি কিছু সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল এমনটা নয়। কারা আসবে, তা অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক ঠিক হয়েছিল। ফলে শ্রোতার আসন থেকে সেদিন যে যে ঘটনা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই ঘটানো হয়েছিল। সঞ্চালক মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে ডাকামাত্র যেভাবে উচ্ছৃঙ্খল বিজেপি কর্মীরা চারিদিক থেকে হট্টগোল শুরু করে দেয়, তা এই ধরনের মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা বিজেপির আগাম পরিকল্পনাই ছিল। তারা ঠিকই করে এসেছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে এইভাবে অপমান ও হেনস্থা করা হবে। সরকারি অনুষ্ঠানে এইরকম অভব্য আচরণের সম্মুখীন হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি কোনও ভাষণ না দিয়েই

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী।

> কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানের যেভাবে গরিমা নষ্ট করা হয়েছে, তা শুধু জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করার জন্য নয়, অসম্মান করা হয়েছে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকেও। দুর্ভাগ্যের এটাই যে, এইরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে।

পোডিয়াম ত্যাগ করেন। পোডিয়াম ত্যাগ করলেও সৌজন্য দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চেই বসে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করে দেওয়া ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রী এরপরই বলতে উঠে ওই ঘটনা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করলেন না। তাঁর সামনে তাঁর দলের কর্মীরা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে এইভাবে অপমান ও হেনস্থা করল, অথচ প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ চুপ করে রইলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নিরবতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী। এমনকী, মুখ্যমন্ত্রী বলতে ওঠা মাত্র যখন বিজেপি কর্মীরা অশোভন উপায়ে চিৎকার করছিল, তখনও প্রধানমন্ত্রী হাত তুলে জনতাকে শান্ত হওয়ার আবেদন করেননি। মুখ্যমন্ত্রীকে অপমানিত ও অসম্মানিত হতে দেখেও প্রধানমন্ত্রী নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন। এটাও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত। এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা রাজ্যের মানুষ কোনওভাবেই মেনে নেবে না। নেতাজির জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটিয়ে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার অপমান করেছে গোটা দেশকেই। কারণ, নেতাজি ছিলেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক। গোটা দেশ তাঁকে দেশনায়ক হিসেবে মানে। রাজ্যবাসী যে বিধানসভা ভোটেই এই ঘটনার জবাব দেবে তা নিয়ে কোনওই সংশয় নেই। বিজেপির অবশ্য এই ঘটনা নিয়ে কোনও অনুতাপ নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মৌনতা দিয়ে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে সমর্থন দিয়েছেন। বিজেপির অন্যান্য ছোট-বড় নেতারা প্রকাশ্যে এই ঘটনাকে সমর্থন করছে।

ট্রাক্টর শুধু চাষের কাজে নয়, দেশ মেরামতের জন্যও দরকার

চতুর্থ স্তম্ভ

কৌস্তুভ রায়

শুরু করলাম আজকের চতুর্থ স্তম্ভ, আমি..... নমস্কার।

বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ স্ক্রিপ্টেড হয় না। মানে আগে থেকে লিখে রাখা এক চিত্রনাট্যের মত হয়ে ওঠে না, তা হঠাৎই চমক নিয়ে আসে, বীরত্বের গাথা কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে ওঠে যে কোনও মুহূর্তে। যে কোনও মুহূর্তে এক বিদ্রোহ সুনামি হয়ে আছড়ে পড়ে, তার গতি প্রকৃতির একটা আঁচ পাওয়া যায় বটে কিন্তু নির্ধারণ করা যায় না। পৃথিবীর কোনও ইতিহাসেই তা সম্ভব হয় নি। এক ফরাসি বিপ্লব দিক পাল্টেছে নয় নয় করে তের বার। প্রত্যেকবার তার চেহারা ছিল নতুন, নতুন ছিল তার ভাষা। বিদ্রোহ বিপ্লব কারোর ইচ্ছে খুশি মতন চলে না, তা এক সমষ্টির উৎসব। জয় পরাজয়, সফলতা ব্যর্থতা মিলিয়ে মিশিয়ে মানুষের উৎসব। এর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র নেই, কোনও রাখ রাখ ঢাক গুড় গুড় নেই, মানুষ দৌড়ে আসছে, দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান, রাজা চিৎ হয়ে পড়ল না পড়ে চিৎ হয়ে গ্যালো, তা নিয়ে কারোর মাথাব্যাথা থাকে না।

৬০ দিন ধরে কৃষকরা বসেছিলেন, সিংঘু বর্ডার, টিকরি বর্ডার, চিল্লা বর্ডার, লাখে লাখে কৃষক, উত্তর ভারতের কড়া ঠান্ডায় তারা বসেছিলেন তো পিকনিক করতে নয়, সরকারের আনা ফতোয়া ফেরত নিতে হবে, তিন টে কৃষি আইন বিল ফেরত নিতে হবে, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের আইনী নিশ্চয়তা দিতে হবে, এই দাবি নিয়ে। ১০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন, ঐ তাদের, আমাদের অন্নদাতাদের কারোর ভাই, কারোর বাবা, কারোর ছেলে। তারা সরে নি, তারা নড়ে নি। ১১ টা বৈঠক হয়েছে, প্রত্যেকবার তাদের নেতারা বলে এসেছেন তিনটে কৃষক বিল এমন কি স্থগিত করাটাও তাঁরা মেনে নেবেন না, তিনটে আইন কে বাতিল করতে হবে। পরিবর্তন নয়, পরিমার্জন নয়, স্থগিত নয়, বাতিল, বাতিল করতে হবে। কৃষকদের ম্যানেজ করা চেষ্টা হয়েছে, পারেনি। খালিস্থানি, দেশদ্রোহী বলা হয়েছে, ধোপে টেকে নি। তারা ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লি যাবার কথা বলেছে, তারা বলেছে আমাদের স্বদেশ, আমাদের সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র ফেরত দাও।

গতকালের ট্রাক্টর মার্চ তো কৃষি বিল ফেরত নেবার জন্য নয়, সে তো পুরো আন্দোলনের দাবি, গতকালের শ্লোগান ছিল রিক্লেইম আওয়ার রিপাবলিক, আমাদের সাধারণতন্ত্র আমাদের ফেরত দাও।

কতজন এসেছিলেন, পুলিশের হিসেব, আমাদের নয়, পুলিশ বলছে আড়াই লক্ষের বেশি ট্রাক্টর ছিল, ১০ লক্ষের মতন কৃষক ছিল। দিল্লি পুলিশ অনুমতি দিয়েছে আউটার রিং রোডের মধ্যেই থাকতে হবে, এদিকে আউটার রিং রোড মাত্র ৪৩/৪৫ কিলোমিটার। দু ফিট দুরত্বে একটা করে ট্রাক্টর রাখলে ট্রাক্টর র‍্যালি শুরুর ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই র‍্যালির রাস্তা শেষ হয়ে যাবার কথা। তবুও র‍্যালি হয়েছে। ১০ লক্ষ মানুষ দিল্লি গেছেন, ট্রাক্টর গেছে। ঘটনা যেখানে ঘটেনি, সেখাক্কার শান্তিপূর্ণ ছবি দেখালে টিভি চ্যানেলের টি আর পি আসবে না, অতএব যেখানে টিয়ার গ্যাস চললো, যেখানে কৃষকরা ব্যারিকেড ভাঙলেন, যেখানে নিহাং রা ঘোড়া ছোটালো, যেখানে কৃষকরা মার খেলেন বা যেখানে পুলিশরা ছুটে পালালো, সেই ছবি সারা দিন ধরে দেখানো হল। ৯০% শান্তিপূর্ণ ট্রাক্টর র‍্যালি শেষ করে তাদের ডেরায় পৌঁছল। ১০ % ট্রাক্টর, কৃষক ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকলেন আইটিও র কাছে, এমন কি লালকেল্লায়। সেখানে ঢুকে পড়লেন কৃষকরা,লালকেল্লার প্রধান গম্বুজে নয়, কিন্তু তলায় যেখানে ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন, সেখানে তোলা হল নিশান সাহিব। অর্থাৎ মাত্র ১০% বেনিয়ম কে নিয়ে, বিচ্যুতি কে নিয়ে সারাদিন মিডিয়া কথা বলে গ্যালো। বলা হল এরা লাল্কেল্লা দখল করতে এসেছিল, এরা লালকেল্লায় খালিস্থানি ঝান্ডা ওঠাতে এসেছিল, এরা আসলে দেশের সংবিধান বা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান নয়। আহা গোদি মিডিয়া পেল তাদের খোরাক, তারা সারাদিন তাই প্রচার করলো। এমন কি অর্ণব, যে নাকি জওয়ান মরলে ভোটের গিনতি করে, ঘুষ দিয়ে চ্যানেলের টি আর পি বাড়ায়, ক্ষমতার অলিন্দের এক নির্লজ্জ দালাল রাসপুটিন, সেও চিৎকার করছে দেখেছেন, দেখেছেন, এরা দেশদ্রোহী।

প্রথমত গতকাল ৯০ % ট্রাক্টর র‍্যালির মানুষজন, কৃষক, তাদের ঘরের মহিলা, বৃদ্ধ এমন কি শিশুরাও নিয়ম মেনে ট্রাক্টর র‍্যালি করেছে, সন্ধ্যায় ডেরায় ফিরেছে, ১০ শতাংশ এই গন্ডোগোল করেছে, বা তাতে সামিল হয়েছে। এরা কারা? পাঞ্জাবের এক সংগঠন আছে কিসান মজদুর সংঘর্ষ সমিতি, এদের নেতা সতনাম সিং পান্নু, এনারা ২৫ তারিখ সন্ধ্যেতেই সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ভিডিও জারি করেছিলেন, আমরা দিল্লি পুলিশের স্ট্রিকচার মানবো না, আমরা রিং রোডেই যাবো। তারা এটা পুলিশ কে জানিয়েছিল, প্রকাশ্য সভায় বলেছিল, দেখুন তারা বলেছিল যে সংযুক্ত কিসান মোর্চা যা করে করবে, আমরা আমাদের মত করবো।

এই সংগঠনের লোকজন কোথায় ছিলেন? সিংঘু বর্ডারে ব্যারিকেডের এক ধারে পুলিশ অন্য ধারে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ট্রাক্টর, তাঁবু। এই সংগঠনের ট্রাক্টর এবং লোকজন বসেছিলেন ব্যারিকেড পার করে পুলিশের দিকে, পুলিশ কেন তাদের বসতে দিল? জানা নেই। কিন্তু যখন ট্রাক্টর র‍্যালি শুরু হল, তখন এরাই প্রথম যাত্রা শুরু করল, কেবল করলো তাই নয়, খেয়াল করে দেখুন এঁরা সকাল ৮ টাতেই র‍্যালি শুরু করে দিল, সময় ছিল ১২ টা। পুলিশের অস্থায়ী ব্যারিকেড খোলার কথা ১২ টায় তার আগেই ব্যারিকেড ভেঙে চুরমার, বিভ্রান্তি পেছনের লোকজনেরও, এদিকে খবর সবাই দেখছে, উত্তেজনা ছড়ালো সর্বত্র। পুলিশ সব কিছু জানার পরেও এদের আটকালো না কেন? আগেই আটকালো না কেন? সেই সত্যিটা বাইরে এলে আসল ষড়যন্ত্র আর তাদের মাথাদের চিহ্নিত করা যাবে।

এরপরে লালকেল্লা। সেখানে দীপ সিং সিধু নামে এক নায়ক গায়ক ১৫ আগস্ট যেখানে প্রধানমন্ত্রী পতাকা তোলেন সেখানে একটা পতাকা তুলে দেয়। দীপ সিং সিধুর বিষয়ে পরে আসছি, আগে বলি পতাকা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়াতে হুক্কা হুয়া, খালিস্থানি পতাকা তোলা হয়েছে, তাও আবার লালকেল্লায়। মূর্খ গোদী মিডিয়ার জানা নেই যে পতাকা টা হল নিসান সাহিব, যে কোনও গুরদ্বারার সামনে চলে যান, হলুদ রং এর তেকোণা পতাকা চোখে পড়বে, ভেতরে একটা চক্রের দুপাশে পরথমে কৃপাণ আর তারও বাইরে দোধারা খড়্গ। দোধারা খড়্গ হল ন্যায় দন্ড আর নৈতিক, আত্মিক মুল্যবোধের প্রতীক, যার দুটো ধারই ধারালো, তারপর দুটো কৃপাণ, যা নাকি আত্মিক স্বাধীনতা আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতীক। শিখ ধর্মের অন্যতম অংগ হল এই নিসান সাহিব। তো নিসান সাহিব কেন? লালকেল্লায় নিসান সাহিবই বা কেন? সত্যিই থাকা উচিত নয়, এক সেকুলার সরকারের অনুষ্ঠানে, সরকারি ভবনে ধর্মকে জোড়া হবে কেন? এ প্রশ্ন আমরা যারা সেকুলার তারা তুলতেই পারি, তুলছি ও। কিন্তু বিজেপি সরকার এ প্রশ্ন কী করতে পারে? এ বছরের ২৬ জানুয়ারির প্যারেডে উত্তর প্রদেশের ট্যাবলো টা দেখুন, রামমন্দিরের, তাদের মুখে এ কথা মানায়? ঐ শঠ প্রবঞ্চকরা আমাদের সেকুলারিজম বোঝাবে? তবে আর একটা তথ্য আপনাদের জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৭৯, আজ থেকে ৪২ বছর আগের ঘটনা, ২৬ শে জানুয়ারির প্যারেডে শিখ রেজিমেন্ট হাঁটছিলেন, বিজয় চক থেকে লালকেল্লা। রাস্তায় রাজপথ, কে জি মার্গ, কনট প্লেস, মিন্টো ব্রিজ, রামলীলা গ্রাউন্ড, চৌরি বাজার, কিনারি বাজার, শিশগঞ্জ গুরদ্বারা সাহিব, চাঁদনি চক হয়ে শিখ রেজিমেন্ট পৌঁছবে লাল কেল্লা। সেদিন শিখ রেজিমেন্ট এর সামনে ব্রিগেডিয়ার ইন্দ্রজিৎ সিং গাখাল। যেখানে রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যেখানে জাতীয় পতাকা তোলার পর এক একটা রেজিমেন্ট আসবে আর তাদের দায়িত্বে থাকা ব্রিগেডিয়ার কমান্ড দেবেন ডাইনে দেখ, তাঁর তরোয়াল টাকে ডান ধারে নামাবেন, সৈন্য রা ডানধারে স্যালুট দেবে, তারপর চলে যাবে। এটাই রীতি। কিন্তু সেদিন ব্রিগেডিয়ার গাখাল প্রথমবার কমান্ড দিলেন রাষ্ট্রিয় পতাকার সামনে এসে, সৈন্যরা স্যালুট সিল, দ্বিতীয়বার গাখাল কমান্ড দিলেন শিশগঞ্জ গুরদ্বারার নিসান সাহিব এর সামনে। সেই থেকে এখনও ২৬ শে জানুয়ারি শিখ রেজিমেন্ট দুবার স্যালুট দেয়, অন্যদের মত একবার নয়। তারা একবার স্যালুট দেন রাষ্ট্রীয় পতাকাকে, তারপর স্যালুট দেন নিসান সাহিব কে। যেখানে যেখানে শিখ রেজিমেন্টের ডেরা আছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় পতাকার নীচেই থাকে নিসান সাহিব। গতকালও লাল কেল্লার প্রধান গম্বুজে উড়ছিল জাতীয় পতাকা, নীচে ছিল নিসান সাহিব। সেই নিসান সাহিব তুললো কে? ২০১৯ এ গুরুদাসপুরের সাংসদ সানি দেওলের ডান হাত দীপ সিং সিধু, সব্বাই জানে, অজস্র ছবি আছে। এমন কি ছবি আছে আমাদের প্রধান সেবক নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদীজীর সঙ্গে, না না, ওই সাতে পাঁচে থাকি না দাদার মত টুক করে তোলা সেলফি নয়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে বসে তোলা সেলফি। তার মানে এজেন্ট প্রোভোকেটর দের, গোলমাল পাকানেওলাদের তৈরি করেই মাঠে নেমেছিলেন মোদীজী, মোটাভাই, কেবল ধরা পড়ে গেছেন এই যা।

বিজেপি আর এস এস, বিজেপির আই টি সেল ইত্যাদি এবং তাদের হুক্কা হুয়া বাহিনী গোদি মিডিয়া প্রশ্ন তুলছেন ওয়াদা খেলাফি র। সংযুক্ত কিসান মোর্চা আর দিল্লি পুলিশের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে তারা আউটার রিং রোডেই শান্তিপূর্ণভাবে ট্রাক্টর র‍্যালি করে ফিরে যাবে। তারা সেই চুক্তি না মেনে নাকি জঘন্য অপরাধ করেছেন। কারা বলছে এ কথা? দেশের মানুষ কি ভুলো ভোলানাথ? সব্বাই কি সব ভুলে গেছে? এই সেই আর এস এস বিজেপি যারা আদালতে এফিডেবিট করে জানিয়েছিল, তারা বাবরি মসজিদের কোনওরকম ক্ষতি না করে কেবল পুজো করেই ফিরে যাবে, কী করেছিল তারা? কতটা পরিকল্পনা করে, ষড়যন্ত্র করে দেশের আদালতের কাছে মিথ্যে বলে ধ্বংস করেছিল এক শতাব্দী প্রাচীন ইমারত। তাদের মুখে ওয়াদা খেলাফির কথা? সাপের মুখে অমৃতের কথা? ভুতের মুখে রামনামের কথা? একটা বর্বর মধ্যযুগীয় দল, যাদের সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ঐতিহ্য কোনওটার ওপর বিন্দু মাত্র ভরসা নেই, সামান্যতম সুযোগে যা তারা নিলামে তুলতে পারে, তারা বলছে ওয়াদা খেলাফির কথা। মানুষ বিচার করবে। বিপ্লব বিদ্রোহের স্ক্রিপ্ট কেউ লিখে দেবে না, তার নিজস্ব গতি আছে, তার গতিতেই সে চলবে।

জানিয়ে দিই, কৃষকনেতারা বসে আবার জানিয়েছেন লোকসভার বাজেট অধিবেশনের দিন কৃষকরা এবার যাবেন সংসদ ভবনের সামনে, দাবি তিনটে কৃষি আইন বাতিল করতে হবে, এম এস পি র লিগ্যাল গ্যারান্টি দিতে হবে। মোদীজী দিন গুনুন, পয়লা ফেব্রুয়ারি কৃষকরা কড়া নাড়তে আসছে। প্রমাণিত সত্য, ট্রাক্টর কেবল চাষের কাজে লাগে না, ট্রাক্টর দেশ মেরামতির জন্যও খুউউউব দরকার।

■ **এডিটর, কলকাতা টিভি**

পুরশুড়ার সভায় জনসমুদ্রে জননেত্রী।

নেতাজির অপমান, বাংলার অপমান : মমতা

চোখ রাঙালে পাল্টা ছোবল দেবে বাংলা

জাগো বাংলা নিউজ : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অপমান, বাংলার অপমান। এই অপমানের জবাব বাংলা দেবে রাজনীতি দিয়েই। চোখ রাঙালে পাল্টা ছোবল দেবে বাংলা। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেতাজির ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কেন্দ্র সরকারি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও হাজির ছিলেন। তাঁর সামনেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িকরা। তার জবাবেই নিজের বক্তৃতা থেকে সরে দাঁড়ান নেত্রী। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কোনও রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয়। বাংলার এটা অসম্মান। এইটুকু সৌজন্য বিজেপি দেখাতে পারে না। পরে জানা যায় সবটাই পরিকল্পনা করে করা হয়েছিল। পরে সিঙ্গুরের কাছে পুরশুড়ার সভা থেকে এর কড়া জবাব জননেত্রী। বলে দেন, "কত বড় সাহস। গর্দভ গদ্দার কয়েকটা। উগ্র ধর্মান্ধ। প্রধানমন্ত্রীর সামনেই আমাকে ক্রমাগত টিজ করছিল। কিন্তু ওরা আমাকে চেনে না। আমাকে বাসন মাজতে বললে মেজে দেব। কিন্তু চোখ রাঙালে ছোবল আমি মারবই।"

তৃণমূল সুপ্রিমো পরিষ্কার জানিয়ে দেন, "এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অপমান। বাংলার অপমান। এ অপমান সহ্য করব না।" একইসঙ্গে সুর চড়ান প্রবল। বলে দেন, "ওরা বারবার বাংলার মনীষীদের অপমান করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান নিয়ে বিকৃত তথ্য দিচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। বিরসা মুন্ডার মূর্তির বদলে অন্যকে মালা পরিয়েছিল।" নেত্রী এর পরেই স্পষ্ট বার্তা দেন। বলেন, "স্পষ্ট করে বলছি, ওরা ভারতীয় জনতা পার্টি নয়। ভারত জ্বালাও পার্টি। সব কিছু জ্বালিয়ে শেষ করছে। কিন্তু এটা বাংলা। বাংলা কারও কাছে মাথা নত করবে না। বাংলার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।"

বাংলার মধ্যে ঢুকে বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-অহিন্দু ভাগ করছে সাম্প্রদায়িক বিজেপি। তাদের একেবারে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন জননেত্রী। সেই ঐক্যের কথা শুনিয়ে নেত্রী বলেন, "হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ সব মিলিয়ে এই বাংলা। সবাই বাংলার মানুষ। তাদের কথা শুনেই চলব। বহিরাগত হানাদারদের কোনওভাবেই এই বাংলায় ঢোকার অনুমতি দেব না।"

নেত্রীর প্রতিটা সভায় ঘরের মা-বোনেদের যোগদান চোখে পড়ার মতো। তাদের দেখে আবেগ ভরা গলায় নেত্রী বলেন, "মা-বোনেদের প্রণাম, সেলাম জানাচ্ছি। কত দূর থেকে আপনারা ঘরের মেয়েরা কথা শুনতে এসেছেন। আমার মা নেই। আপনারাই আমার মা। আপনাদের এই মেয়েটাকে দেখে রাখবেন।" সঙ্গে জানিয়ে দেন, "আমি আপনাদের পাহারাদার। আমি নেত্রী নই, জনগণের সেবক। বিপদে-আপদে আমাকে পাবেন।"

উলুধ্বনি, সাইরেনে নেতাজি স্মরণ, পথে মমতা

দেশের চারপ্রান্তে চার রাজধানী চান মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ : দেশের রাজধানী শুধু এক জায়গায় কেন? কেন শুধু দিল্লিই হবে ভারতের মুখ? এমনই প্রশ্ন তুলে দেশের চারপ্রান্তে চারটি রাজধানী গঠনের দাবি তুলেছেন জননেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার একটি হবে কলকাতায়। মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর প্রস্তাব, "চার রাজধানীতে চারটি সংসদ ভবনও তৈরি হোক, যেখানে একবার করে সংসদীয় অধিবেশন বসতে পারে।" আসলে দেশের সমস্ত প্রান্তেই শাসন ও সংসদীয় পরিমন্ডলের উত্তাপ জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই নেতাজি জয়ন্তীতে জননেত্রীর এমন ভাবনা।

নেতাজির ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্যামবাজার থেকে রেড রোড পর্যন্ত প্রায় নয় কিলোমিটার পদযাত্রা করেন জননেত্রী। বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শাঁখ বাজিয়ে তাঁর জন্মের মুহূর্ত স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজে সাইরেন, দেওয়া হয় উলুধ্বনিও। তারপর মানুষের জনস্রোতের মাঝেই হাঁটেন। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে পায়ে হেঁটেছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। প্রায় ন'কিলোমিটার যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন দলীয় সাংসদ, বিধায়ক, নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে চিত্রতারকা এবং বহু খেলোয়াড়। ছিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে সাংসদ নুসরত জাহান এবং কলকাতার প্রায় সমস্ত বিধায়ক ও প্রাক্তন কাউন্সিলররা। নেত্রীর পদযাত্রা যত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়েছে ততই মানুষের স্রোত বেড়েছে। মিছিল লক্ষ্য করে ফুল ছুড়েছেন রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা। আক্ষরিক অর্থেই বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে নেতাজি স্মরণে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা।

নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে রেড রোডের সরকারি মঞ্চ থেকে এমনই অভিনব দাবি শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। দিল্লি-কেন্দ্রিকতা ছেড়ে সারা দেশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন,কেন দেশের এক জায়গায় রাজধানী থাকবে? সংসদভবন হোক দেশের চার জায়গায়। সংসদের চার অধিবেশন চার জায়গায় হওয়া উচিত। আমি কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।" এই মঞ্চ থেকেই নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার দাবি ফের জানিয়েছেন মমতা। "আমরা বহুবার ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু কেন্দ্র শুনছে না। তবে আজ নয়তো কাল এই ছুটি দিতেই হবে।" — মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। নেতাজির পরিকল্পিত ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন কেন তুলে দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে তাঁর দাবি, অবিলম্বে কমিশনকে ফিরিয়ে আনা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী কলকাতা ছাড়াও দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি করে রাজধানী করা যেতে পারে। কলকাতা যে একদা তামাম ভারতের রাজধানী ছিল, সে-তথ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "১৯১১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দিল্লিতে। তার আগে কলকাতাই ছিল রাজধানী।"

নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে বিএসএফ

কমিশনে বলল তৃণমূল

জাগো বাংলা নিউজ : রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ঢুকে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে বিএসএফ। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করার পর এমনই অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কমিশনের সঙ্গে দেখা করার পর পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা আছে। তবুও বেশ কিছু বিষয় আমরা আলোকপাত করেছি। যেগুলি অবিলম্বে আমরা সুরাহা চাই। সীমান্তে বিএসএফের যারা দায়িত্বে আছেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে একটি বিশেষ দলকে সহায়তা করার জন্য তারা ভয় দেখাচ্ছেন। তারা বলছেন তোমরা যদি ভোট না দাও তাহলে কলকাতা বা জেলাশাসক ও তোমাদের ক্ষমতায় রাখতে পারবে না আমরাই সীমান্তে থাকব।" পার্থবাবু আরও বলেন, "এটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ। এটা একটা ভয়ঙ্কর দিক। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক।" এছাড়াও ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোনও কোনও নেতা যেমন দিশেহারা ঘোষ। অভিযোগ করেছেন যে রোহিঙ্গাসহ বাংলাদেশের অনেক ভোটার নাকি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে ভোটার তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশন। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এমন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে নির্বাচনের প্রতি মানুষ যে আস্থা প্রকাশ করছে তা বিঘ্নিত হয়।"এদিকে নির্বাচনে ইভিএম মেশিন ও ভিভিপ্যাটের পরীক্ষা দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, "যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মেশিনের মক পোল করতে হবে। এবং তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে।" এছাড়াও রাজ্যে এখন কুকথার বন্যা চলছে। এ বিষয়েও কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আমরা দেখছি একটা শব্দ দূষণ চলছে। রাজ্যে ভাষা সন্ত্রাস চলছে। আমাদের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য গরিমাকে আমরা এভাবে নষ্ট হতে দিইনি। যেভাবে বলছে ভাষা সন্ত্রাস করছে গুলি মারব বলছে বুঝে নেবো বলছে শ্মশানে পাঠিয়ে দেবো বলছে এই ধরনের কাজ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকে ভালো করে না।

ভিড়ে ঠাসা সভায় বিজেপিকে তুলোধোনা

কড়ায়গণ্ডায় জবাব দেওয়া হবে, কুলতলিতে অভিষেক

কুলতলির সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগো বাংলা নিউজ : কড়ায় গন্ডায় জবাব দেওয়া হবে।

কুলতলির জামতলার ভিড়ে ঠাসা সভা থেকে বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দাগলেন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৩১টি আসনেই তৃণমূল জয়লাভ করবে বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে তিনি বলেন, "২০১১-য় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্লোগান ছিল 'বদলা নয়, বদল চাই'। এবার মিথ্যা ষড়যন্ত্রের এবং মিথ্যা প্রচারের কড়ায়গণ্ডায় জবাব দেওয়া হবে।" পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীকে তোলাবাজ বলতেও ছাড়েননি তিনি। বিরুদ্ধেও। তাঁর কথায়, ''আমি তোলাবাজি বন্ধ করেছি বলেই আমার বিরুদ্ধে এত রাগ।''

একইসঙ্গে পরিবারতন্ত্র নিয়েও গেরুয়া শিবিরকে বিঁধেছেন তিনি। বলেছেন, "পরিবারতন্ত্র নিয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের একেকজনের পরিবারে তো পাঁচজন করে সদস্য রাজনীতিতে। তাই প্রধানমন্ত্রীকে বলব, একটা আইন করুন। একটি পরিবার থেকে একজনের বেশি কেউ রাজনীতি করতে পারবেন না। আমি সবার আগে ভোট দিয়ে সরে দাঁড়াব। আমাদের পরিবার থেকে রাজনীতি করবেন শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।" এদিন কুলতলির জামতলায় অভিষেকের সভায় ভিড় উপচে পড়েছে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। জনসভা ঘিরে মানুষের আবেগও ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড়ে ঠাসা সভা থেকে অভিষেক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যারা পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, তাদের পার্টির পিছনের সারিতে রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। আমার কথায় দল চললে আজ তাদের জেলে কাটাতে হত। মুখ্যমন্ত্রীর উদারতার সুযোগ নিয়েছে তারা।"

এদিন নাম না করে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়রকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বলেছেন, "একজন তিন বছর পর ঘুম ভেঙে বেরিয়ে দুটো মিটিং করেছেন। একটি মিটিং থেকে বলেছেন, ২০১৪ সালে আমি অভিষেককে সত্তর হাজার ভোটে জিতিয়েছি। আর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে তিনি ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আমি সাড়ে তিন লাখ ভোটে জিতেছি।" দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস, কাউকে একটি আসনেও জেতাবেন না আপনারা। বিজেপি যে ভাঁওতা দিচ্ছে তা মানুষের কাছে ধরিয়ে দেবেন। ওদের বুকে সাভারকর আর নাথুরাম। আমাদের বুকে নেতাজি আর ক্ষুদিরাম। তাঁর কথায়, "সিপিএমের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের প্রথম চাকা এই জেলা থেকে ঘুরেছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনে যাদবপুর কুলতলিতে পরিবর্তন হয়নি। এবার ৩১টি আসনে জয়লাভ করবে ঘাসফুল। একটি আসনও ছাড়া চলবে না।"

গেরুয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বিদ্বজ্জনেরা

জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীর সরকারি অনুষ্ঠানে অপমান। গেরুয়া শিবিরের কর্মকান্ডের সমালোচনা করায় দুই অভিনেত্রীকে ধর্ষণের হুমকি। গত দু'সপ্তাহে একের পর এক বিজেপি নেতা ও কর্মীদের অপকীর্তির ঘটনায় গর্জে উঠল টলিউড তথা বাংলার বিশিষ্ট বিদ্দ্বজনেরা। প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মতলার সভায় সরব হলেন সমাজের নানান ক্ষেত্রের বিদগ্ধরাও। প্রতিবাদ সভার প্রচার-পোস্টারে বার্তা ছিল, মহিলাদের অপমান করা, তাঁদের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করা বাংলার সংস্কৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র, রামমোহনের মাটিতে ফ্যাসিবাদের কোনও জায়গা নেই।

নারীদের অপমানের বিরুদ্ধে ধর্মতলার এই প্রতিবাদ মঞ্চে হাজির ছিলেন নাট্যকার কৌশিক সেন, অভিনেতা শঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ অভীক মজুমদার, অভিনেত্রী নুসরত জাহান, সোহিনী সেনগুপ্ত, দেবলীনা দত্ত, সায়নী ঘোষ-সহ বাচিক শিল্পী সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, হরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। হাজির ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের অধ্যক্ষ তথা চিত্রনাট্যকর লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও।

গেরুয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভার শুরুতেই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলেন, এই সভা সমস্ত ধরনের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজি জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখার সময় তাঁকে অপমান করা হয়। অর্থনীতিবিদ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে যখন অপমান করা হচ্ছে সে সময় সেখানে উপস্থিত দেশের সর্বোচ্চ প্রধান। প্রধানমন্ত্রী। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। এর মানে তাঁর পরোক্ষে সমর্থন রয়েছে।"

মঞ্চ থেকে সোজাসুজি ভারতীয় জনতা পার্টিকে আক্রমণ করেন নাট্যকার কৌশিক সেন। তাঁর বক্তব্য, "আমার দেশ বলতে আমি কী বুঝি সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে দেশকে ভক্তি করেন, আমাদের সেভাবে ভক্তি করতে হবে। আমি আমার মতো করে দেশকে ভালবাসতে পারব না। এটা তো একধরনের ফ্যাসিবাদ।" এই ধরনের ফ্যাসিবাদকে আটকাতে মা-বোনেদের একজোট হওয়ার ডাক দেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। বলেন, "বাংলার বাড়িতে বাড়িতে ঝাঁটা আছে। ঝেঁটিয়ে বিদায় করব এদের।" নাট্যঅভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত বলেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পর সবটা শেষ হয় না। মেয়েদের মেরে ফেলার কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে।" নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ বলেছেন, "ভগবান রামের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধিতা নেই। কিন্তু জয় শ্রীরাম স্লোগান যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা এটাকে ওয়ার ক্রাই হিসাবে ব্যবহার করছেন। তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি মেলে না। মানুষ এটা বুঝতে পারবে।"

দিন কয়েক আগে একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত বলেন, নিজের বাড়িতে বসে তিনি যদি গরুর মাংস রান্না করেন, তাহলে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। এই মন্তব্যের পরেই রে রে করে ওঠে গেরুয়া শিবির। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার কথা তুলে কেউ কেউ সোশ্যাল সাইটে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। অনুষ্ঠানে দেবলীনা প্রশ্ন তোলেন, "কোনও অপরাধের শাস্তি কখনও ধর্ষণ হতে পারে?" তাঁর কথায়, "সমস্ত কুকথার প্রমাণ রাখা হয়েছে। পরে যেন কেউ না বলেন এই কথা তাঁরা বলেননি।" প্রতিবাদ সভার উদ্যোক্তা ছিলেন চিত্রপরিচালক রাজ চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাধারণতন্ত্র দিবসে রেড রোডের নানা মুহূর্ত

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা”

রেড রোডে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় সাধারণতন্ত্র দিবস। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য, তবেই সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সর্বধর্মসমন্বয়ের পরম্পরা এই দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। নাগরিক হিসাবে সেই ঐতিহ্য অটুট রাখাই হোক আমাদের শপথ।

দ্রুত পরিষেবা দিতে অস্থায়ী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেবে রাজ্য সরকার

জাগো বাংলা নিউজ : যদি আসল কার্ড তৈরি হতে সময় লাগে। তাতেও যেন চিকিৎসা পেতে সমস্যা না হয়। সত্বর সকলের হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দেওয়ার জন্য নয়া ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন অথচ কার্ড পাননি এমন ব্যক্তিদের এবার অস্থায়ী কার্ড দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া মিলেছে স্বাস্থ্যসাথীর।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করানোর জন্য রাজ্যের প্রতিটি ক্যাম্পে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিমার সুযোগ পাবে প্রতিটি পরিবার। পশ্চিমবঙ্গের ১০ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা দেওয়া হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সামনে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সরকারি প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকে। সেই সময় আর কার্ড বিলি করতে পারবে না সরকার। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পান, সেই কারণে এবার অস্থায়ী কার্ড দেবে রাজ্য সরকার। এই অস্থায়ী কার্ডেও একইরকম সুবিধা মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘যাঁরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়ে গিয়েছেন তাঁদের কোনও চিন্তা নেই। যাঁরা পাননি তাঁদেরও চিন্তার কোনও কারণ নেই। যাঁরা কার্ড পাবেন না তাঁদের হাতে একটা অস্থায়ী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। সময়মতো অস্থায়ী কার্ডের বিনিময়ে আসল স্মার্ট কার্ডটিও দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে প্রতি পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে দিচ্ছে সরকার। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে মানুষ সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংসহোমেও বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “যান্ত্রিক সমস্যার জন্য অনেকেই ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির মাধ্যমে এখনও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের স্মার্ট কার্ড হাতে পাননি। ভোটের আগে তাঁদের হাতে কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে কেউ না পেলে তাঁদের হাতে অস্থায়ী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই কার্ড দেখিয়েই তাঁরা চিকিৎসা করাতে পারবেন। রাজ্যে বসবাসকারী কাউকেই চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।” সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “প্রথম প্রথম মনে রাখবেন কেউ কেউ কার্ড নাও নিতে পারে। যদি কোনও হাসপাতাল, নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নেয়, সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ জানাবেন। কার্ডের পেছনেই অভিযোগ জানানোর একটি ফোন নম্বর রয়েছে। তাতে ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” রাজ্যের জনসংখ্যা প্রচুর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রত্যেকে কার্ড দেওয়ার কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বায়োমেট্রিক কার্ড তৈরি করতে মেশিন লাগে। সেই সব মেশিন একসঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন দেড় লক্ষ কার্ড তৈরি করা যায়। রাজ্যের কয়েক কোটি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসাথীর আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তাই সামান্য সময় লাগছে। এখন প্রতিদিন ৫৫ হাজার কার্ড তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। দু’চার দিনের মধ্যেই দিনে ৭০ হাজার কার্ড তৈরি করা যাবে। ফলে মাত্র ৩০টি কাজের দিন পাওয়া গেলেই রাজ্যের ২০ লক্ষ পরিবারের হাতে দ্রুত স্মার্ট কার্ড পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙালি-অবাঙালি ভাগ করার খেলায় মেতেছে বিজেপি, তোপ মমতার

জাগো বাংলা নিউজ : হিন্দু-মুসলিম ভাগাভাগির চেষ্টা করছে। এবার বাঙালি-অবাঙালি ভাগাভাগির খেলায় মেতেছে কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। দলের হিন্দিভাষা-ভাষী সংগঠনকে নিয়ে বৈঠক করে এ নিয়ে পরিষ্কার বার্তা দিয়ে দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তৃণমূল ভবনে এ নিয়ে বৈঠক করে স্পষ্ট জননেত্রী বুঝিয়ে দেন ৩৬৫ দিন সকল মানুষের পাশে থাকেন তিনি, তাঁর সরকার। হিন্দি-অহিন্দি ভাগাভাগি করে না। তিনি বলেন, “এখন হিন্দু-মুসলিম ছেড়ে বিজেপি হিন্দি-অহিন্দি ভাগ করছে। আপনাদের বেশি দায়িত্ব রয়েছে। আমি চাই বাঙালিদের থেকেও আপনারা বাংলাকে বেশি ভোট দিন, যাতে আমি দেখিয়ে দিতে পারি আগামিদিনে আপনাদের জন্য আমরা কী কী করতে পারি।” হিন্দিভাষী মানুষদের ঘরেও জননেত্রীর ছোঁয়া পৌঁছেছে। তেমন মানুষের বাড়ি থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর জন্য খাবার আসে। নিজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দ্বিবেদীর বাড়ির প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, “অবাঙালি নানা পদের সুস্বাদু খাবার আমাদের সবারই খুব প্রিয়। আমি নিজে ঠেকুয়া খুব পছন্দ করি। আমার সিকিউরিটি দ্বিবেদীর বাড়িতে খুব ভাল ঠেকুয়া হয়।”শুধু তাই নয়, বাংলার প্রিয় স্লোগান, যা জননেত্রী নিজে দিয়েছেন, সেই স্লোগানকে আপন করে নিতে বলেছেন নেত্রী। শুধু তাই নয়, যখন যে রাজ্যে তিনি যাবেন, সেখানকার নাম নিয়ে সেই রাজ্যের স্লোগান দেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, “আপনারা সকলে বাংলাকে নিজের মতো ভাবুন। সকলে ‘জয় বাংলা’ বলুন।” একইসঙ্গে জানিয়ে দেন, “আমি যখন উত্তরপ্রদেশ যাব, তখন জয় উত্তরপ্রদেশ বলব। মধ্যপ্রদেশ গেলে জয় মধ্যপ্রদেশ বলব। বিহারে গেলে জয় বিহার আবার রাজস্থান গেলে জয় রাজস্থান বলব।”শুধু তাই নয়, তাঁর রাজ্য প্রশাসনেও কীভাবে ভিনরাজ্য থেকে এসে আমলারা রাজ্যের বড় বড় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। সেখানেও ঐক্যের ছবি তুলে ধরেন। জননেত্রী বলেন, “বিহারের রাজীব সিংহকে মুখ্যসচিব করেছিলাম। পুলিশের ডিজি হরিয়ানার লোক। সচিব গোপালিকা বিহারের। রাজীব কুমার উত্তরপ্রদেশের। এঁরা এক পরিবার হয়ে আমার সঙ্গে ভাল কাজ করছেন।”এর পরেই বিজেপির সাম্প্রদায়িকতাকে একেবারে কোণঠাসা করে বার্তআ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, “ওরা আমাকে কী হিন্দি শেখাবে? আমি কান ধরে ওদের হিন্দি শোখাব। বাংলার মতো হিন্দি ভাষা শেখার অধিকার আমারও আছে।” ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ঝাড়গ্রামে এসে রাজনীতি করছেন। সেই প্রসঙ্গও টানেন এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, “আমার দেখে দুঃখ লাগে ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী এসে ঝাড়গ্রামে রাজনীতি করছেন। আর আমরা ওখানে গিয়ে ওকে কত সমর্থন করেছিলাম। হেমন্ত সোরেন বাংলায় ভোট চাইলে ঝাড়খন্ডে অনেক বাঙালি আছেন। আমরাও সেখানে গিয়ে তাঁদের ভোট চাইব।”

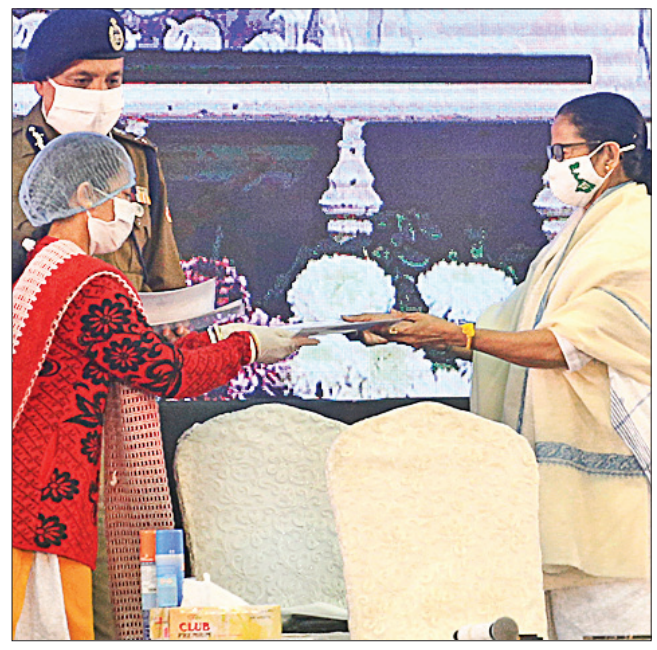

বিধানসভায় লালা লাজপত রাইকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। (ডানদিকে) নেতাজি ইন্ডোরে পুলিশে নিয়োগের চিঠি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪২। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 42. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**